কো | রি | য়া

দিন কেটে যায়

প্রতিবছর চুসক উপলক্ষে ৩ দিনের ছুটি পাওয়া যায়। কোরিয়ানরা যৌথ পরিবারভুক্ত নয়, একক পরিবারে বসবাস করতে অভ্যস্ত। এ ছুটিতে দূর-দূরান্তে বসবাসকারী মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। মৃত মা-বাবার সমাধিতে তাদের রীতি অনুযায়ী মদ ঢেলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আমাদের বিদেশী শ্রমিকদের আর কি-ইবা করার আছে। কিছু বন্ধু মিলে ছোটখাটো অনুষ্ঠান করা, আড্ডা মারা বা কোথাও গিয়ে বেড়ানো। এটুকু করতে পারলেই আমরা খুশি।

আমার বন্ধুরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গেছে। শুধু আমি একা রুমে শুয়ে আছি। একাকী সময় কাটানো বড় কষ্টকর। মনে হচ্ছে আমি অবস্থান করছি আফ্রিকার কোনো এক গহিন জঙ্গলে। আমার চারপাশ ঘিরে হিংস্র জানোয়ারগুলো আমাকে উপহাস করছে।

কতো অভাবনীয় কথা, কতো অবাস্তব কল্পনা, বেদনাদায়ক স্মৃতিগুলো আমার চোখের সামনে সিনেমার পর্দায় যেন মতো একের পর এক ভেসে উঠছিল। ঠিক তখনি একটা ফোন এল বিক্রমপুরের সিরাজদীখান থানার ছোট ভাই আরিফের। সে জানালো, তার বন্ধু আমার ছোট ভাই শ্রীনগর থানার পানীয়া গ্রামের মালেক ব্যাপারীর ছেলে বিল্লাল তার দীর্ঘদিনের ভালোবাসার ধনকে জীবন সাথী হিসেবে গ্রহণ করবে। ফোনের মাধ্যমে বিয়ে করে সমাজে স্বীকৃতি দেবে। সেই কখন তাদের ভালোবাসা শুরু হয়েছিল আজ আর মনে নেই। তারপর কতো স্বপ্ন, কতো কল্পনা দুজনের সুন্দর ছোট একটা ঘর হবে। ছোট্ট সাজানো সংসার হবে, আরো কতো কি। তারপর আজ থেকে পাঁচ বছর আগে তার স্বপ্নের নায়িকাকে দেশে রেখে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাড়ি জমায়। এখানে এসে রাতদিন পরিশ্রম করে প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে আজ সে সমাজে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। যদিও সে অনেক টাকার মালিক হয় কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না তার নয়নের মণি প্রিয়তমা মুন্নীকে। এভাবে মেঘে মেঘে অনেক বেলা বাড়ে। বেলা গড়িয়ে দিন, রাত্রি পার হয়, বছর হয়, অবশেষে গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিল্লালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলী আকবরের বাসায় দীর্ঘদিনের ভালোবাসার মানুষকে আপন করে নিতে বিয়ের পিঁড়িতে বসে, যথারীতি বিয়েও পড়ানো হয়। সব বন্ধু মিলে সেকি আনন্দ। শুধু আনন্দ আর আনন্দ! বিয়ের শেষে বিকালে আবার রুমে ফিরে আসি। আবার শুরু হয় নিজেকে নিয়ে ভাবনা, দেশের কথা। বর্তমানে দেশের যে জঘন্য অবস্থা তাতে প্রতিটি প্রবাসীর একটাই চিন্তা, দেশে কখন শান্তি আসবে। এ অশান্ত মনে ভাবনার শেষ কখন হবে...

S.M. Harun Pasha
Ro Leam Co. Ltd
626-8,Cho-Ji-Dong, Ansan City, Kyungki-Do
South Korea, E-mail-harunkorea@yahoo.com

পুষ্টিবিজ্ঞানী সালামতুল্লাহর রহস্যময় মৃত্যু

বাংলাদেশের প্রধান পুষ্টিবিজ্ঞানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজী সালামতুল্লাহর রহস্যময় মৃত্যুতে ইটালির বাংলাদেশী কমিউনিটি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে। অর্গানাইজেশন ফর ইমিগ্রান্ট জার্নালিস্টসহ কয়েকটি সংগঠন শোক জানিয়ে বলেছে, পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. কাজী সালামতুল্লাহর মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। বাংলাদেশ একজন কৃতী সন্তান হারালো।

দেশের প্রধান পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. সালামতুল্লাহর শতাধিক গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন সময় দেশ-বিদেশের শতাধিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনিই বাংলাদেশে গলগন্ড রোগ নিরাময়ের জন্য আয়োডিন বিপ্লব ঘটান। আইসিডিডিআরবি-এর সঙ্গে গবেষণা করে তিনি বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকে আয়োডিন লবণের প্রসার ঘটান। তিনি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি আয়োডিন সার্ভের পরিচালক ছিলেন। মানুষের মূত্রে লবণের পরিমাণ জানার পরীক্ষা বাংলাদেশে তিনিই উদ্ভাবন করেন। তিনি ইটালীয় একটি পুষ্টি গবেষণা কেন্দ্রের মনিটরিং বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি আইসিসিআইডি ও বিসিকের কো-অর্ডিনেটর ছিলেন। জাপান, বেলজিয়াম ও জার্মানির তিনটি খাদ্য গবেষণা কেন্দ্রের সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অর্থে নির্মিত ট্রাস্টি ফাউন্ডেশন থেকে প্রতিবছর অনার্সের ফলের ভিত্তিতে তিনজন ছাত্রছাত্রীকে স্বর্ণপদক দেয়া হয়। গরিব শিক্ষার্থীদের এককালীন ও মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। তিনি মৃত্যুর আগে বাংলাদেশে একটা আন্তর্জাতিকমানের সায়েন্স ল্যাবরেটরি নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন। ইটালিতে বাংলা ভাষার একমাত্র ড্রাইভিং গাইড 'ইটালিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স এবি' বইটি লেখক শেখ মহিতুর রহমান বাবলু তাঁকেই উৎসর্গ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় বহু প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছেন আকাশছোঁয়া সম্মান। তাঁর শিক্ষার্থীদের মতে, শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকতো তাঁর সঙ্গে গবেষণা করা।

অর্গানাইজেশন ফর ইমিগ্রান্ট জার্নালিস্ট ইতালির সাধারণ সম্পাদক ও কবি পলাশ রহমানের মামা পুষ্টিবিজ্ঞানী অধ্যাপক সালামতুল্লাহর মৃত্যুতে ইটালির বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে শোক জানিয়ে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একজন শেরা শিক্ষক ও গবেষক হারালো। বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের এ ক্ষতি অপূরণীয়। কারণ সালামতুল্লাহ শুধু একজন গবেষক, অধ্যাপকই নন; তিনি একজন মুক্তচিন্তার প্রগতিমনা মানুষ ছিলেন। মুক্তবুদ্ধির এ গবেষকের সমাধি দেশের জাতীয় বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে অথবা ঢাবি ক্যাম্পাসে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতার অভাবে তাঁর সমাধী হয় খুলনায়- এটা দুঃখজনক। জাতীয় মর্যাদায় ঢাকায় তাঁর একটা প্রতীক সমাধি করার দাবি জানানো হয় এবং তাঁর মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে সরকার ও প্রশাসনের আন্তরিকতার আহ্বান জানানো হয়।

শোক বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন আজাহার শরিফ, সাইফুল হাজারী, এটিএম কামরুজ্জামান, রাশেদ আকন, বীথি মমতাজ, কামাল হোসেন, মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ কামরুল সরোয়ার, সাইফুল ইসলাম খোকন, পারভীন সুলতানা মৌসুমী, গাজী আমিরুল ইসলাম, মিয়া মোহাম্মদ মামুন, রহমান ব্যাপারী টিটু, আলী হোসেন, আওলাদ হোসেন অন্তু, মোহাম্মদ নাছিম, আবদুস সালাম লিটু, চৌধুরী গালীব হায়দার, কামাল খান, নাসরিন কামাল ও মাকসুদুর রহমান।

অ্যাডভোকেট ইফ্‌ফাত আরা

স্ট | ক | হো | ম

ভুল বোঝার সুযোগ নেই

গত ২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সুইডেন থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক মেট্রো' খুলেই সুইডেনে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায় বিরাট এক ধাক্কা খেয়েছেন। পত্রিকাটির সেকেন্ডলিড শিরোনামে বলা হয়েছে, সমন্বয় বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে, সুইডেনের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধশতাংশ সুইডিশ, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করেন ইসলামের মূল্যায়ন সুইডিশ সমাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সুইডিশ সমন্বয় বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত তথ্যে দেখা যাচ্ছে- ১. শতকরা ৬৫ শতাংশ সুইডিশ মনে করেন না যে সুইডেনে ইসলামের প্র্যাকটিশ সহজবোধ্য হবে। ২. শতকরা ৫৩ শতাংশ সুইডিশ মনে করেন কর্মস্থলে নারীর অবগুণ্ঠন ঠিক নয়। ৩. শতকরা ৬৩ শতাংশ সুইডিশ ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ৪. শতকরা ৩৯ শতাংশ সুইডিশ মনে করেন সুইডেনে মুসলমানদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ৫. শতকরা ৬৫ শতাংশ সুইডিশ মুসলমানদের সম্পর্কে সন্দিহান।

সুইডেনে ইসলামী সংঘের প্রেসিডেন্ট হেলেনা বেনাওডা, (ধর্মান্তরিত সুইডিশ মুসলমান) বলেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্লেষণগুলো দেখার পর আমরা বিস্মিত হয়েছি, অবাক হয়েছি। ঐ বিশ্লেষণগুলোতে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে এক নেতিবাচক চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে, যা নাজি জার্মানির ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনীয়। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মাসমিডিয়ার নিরপেক্ষহীনতাই এতে প্রকাশ পেয়েছে। শতকরা ৬০ শতাংশ সুইডিশ ইসলামের মূল্যায়ন করতে ভুল করেছে। তিনি আরো বলেন, এ তথ্যে সুইডিশ জনগণের অজ্ঞতাই ধরা পড়েছে, কেননা সুইডিশ জনগণ স্বীয় ধর্ম সম্পর্কেই সচেতন নয়, স্বীয় ধর্ম সম্পর্কে তাদের গভীরতা স্বল্প, সেখানে ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাদের জানার কথা নয়। তিনি সুইডিশদের ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের আহ্বান জানান। ইসলাম সম্পর্কে মাসমিডিয়ায় যে প্রচারণা রয়েছে তা নিরপেক্ষ নয়। ১১ সেপ্টেম্বরের (৯/১১-২০০১) পর থেকেই সুইডিশ মাসমিডিয়া চমক সৃষ্টির করতে ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত তথ্য দিয়ে আসছে।

দৈনিক মেট্রোতে ইসলাম সম্পর্কে বির্তকিত তথ্য প্রকাশ হবার পর গত ৬ সেপ্টেম্বের দৈনিক স্টকহোম সিটি মেট্রোর খবরটির বিশ্লেষণ করে লেখে, ১১ সেপ্টেম্বরের পর ইসলাম যেন 'নতুন কমিউনিজম' এবং মুসলিম সম্প্রদায় 'নতুন ইহুদি' রূপে গণ্য হতে চলেছে। কিন্তু এখনো ৬৬ শতাংশ সুইডিশ নাজি মনোভাবাপন্ন নয়। অধিকাংশই ধর্মকে আমল দেয় না। পত্রিকাটি সুইডিশ শেখার পাশাপাশি কোরআন শেখার কথাও উল্লেখ করে। দৈনিক মেট্রো ও দৈনিক স্টকহোম সিটির ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কিত বক্তব্যে মাঝামাঝি অবস্থান নেয় দৈনিক দগেন্স নিহেতার। শুক্রবার ৯ সেপ্টেম্বর দৈনিকটি প্রথম পৃষ্ঠা ও ভেতরের দু'পাতা জুড়ে প্রকাশ করে স্টকহোমের ফিতিয়ায় নির্মীয়মান নতুন বৃহৎ মসজিদের কথা। যে মসজিদটি ২৬৯৩ স্কয়ার মিটার জমির ওপর ও আট মিলিয়ন ক্রোনার খরচ করে তৈরি হচ্ছে। যাতে থাকবে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশাল নামাজ কক্ষ। মসজিদটি শুধু মসজিদ হিসেবেই নয়, সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্র হিসেবেও ভূমিকা রাখবে। দৈনিক দগেন্স নিহেতার মূলত সুইডেনে ইসলামের বিস্তারকেই ভুলে ধরেছে।

এক তথ্যে জানা যায় ১৯৩০-এর দশকে সুইডেনে প্রথম মুসলমানদের আগমন। ১৯৫১ সালে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হলে ক্রিস্টিয়ানিটির পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মকেও সুইডেন রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা দেয়। ধর্মীয় সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুদান লাভ করে। ১৯৬০ দশকে বিভিন্ন কলে কারখানায় শ্রমশক্তি যোগাতে প্রায় দশ হাজার মুসলমান তুরস্ক ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে আগমন করেন। এ সময় উত্তর আফ্রিকা, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং ১৯৭০ দশকের দিকে এক বৃহৎসংখ্যক মুসলমানদের আগমন ঘটে প্যালেস্টাইন, লেবানন ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ১৯৭৫ সালে আর একটি আইনের মাধ্যমে বসবাসরত বিদেশীদের ভোটের অধিকার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দেয়া হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সুইডেনেই মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ, ৩৬০,০৭০ জন। এ সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ৪% শতাংশ। মুসলমানদের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের বসবাস রাজধানী স্টকহোমে। এ ছাড়াও উপসলা, মালমো ও গথেনবুর্গে বিরাটসংখ্যক মুসলমানদের বসবাস। মুসলমান গ্রুপগুলোর মধ্যে বলকান, পাকিস্তান, ইরানীয়ান ও তুরস্কের মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সবচেয়ে বৃহৎ মসজিদটি ২৬ মিলিয়ন ক্রোনার ব্যয়ে স্থাপিত হয়েছে স্টকহোমে। এছাড়া আরো কয়েকটি বৃহৎ মসজিদ রয়েছে উপসলা, মালমো, গথেনবুর্গ ও শোভদেতে।

সুইডিশ পত্র-পত্রিকা বা মাসমিডিয়া ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে যে ভূমিকাই পালন করে থাকুক কিংবা সুইডিশ জনগণ যে মতবাদই দিয়ে থাকুক এবং ইসলামী সংস্থার প্রেসিডেন্ট হেলেনা বেনাওডা যেভাবেই প্রতিবাদ করে থাকুন, এরপরও সুইডিশ জনগণের একাংশ যে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ইসলাম সম্পর্কে সুইডিশ সমাজে স্বচ্ছতা আনতে হলে ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ উগ্রতাই ইসলামের প্রকৃত রূপ নয়।

লিয়াকত হোসেন
সুইডিশ রাইটার্স ইউনিয়ন
liakathossain@stockholm.com

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com

মা | ল | য়ে | শি | য়া

লিটনের আমের আচার

লিটন আমার চাচাতো ভাই। বয়সে ২/৩ বছরের ছোট। মালয়েশিয়া এসেছে বেশ কয়েক বছর হলো। আমিও কয়েক বছর ধরে আছি। লিটন অবৈধভাবে বসবাস করছে অন্তত ৬/৭ বছর। চাকরি পাল্টিয়েছে অনেক জায়গায়। কিন্তু যেখানেই চাকরি পাল্টিয়ে থাক না কেন, দেখা যায় আমার থেকে ১০/১৫ কি.মি. এলাকার মধ্যেই থাকে। লিটনের অনেকগুলো গুণের মধ্যে একটি হলো সে অত্যন্ত ভোজনরসিক। লিটনের আছে হরেক পদের রসনা বিলাসবোধ। সে প্রসঙ্গেই আজ যেতে চাচ্ছি।

মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। আমি আমার ডিউটিতে আছি এমনি একদিন বেলা ১২টার দিকে মোবাইলে রিং হচ্ছে। মোবাইল বের করে কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে লিটন বলছে, ভাই, ডিউটি কি ভেতরে নাকি আউট স্টেশনে? এখানে উল্লেখ্য যে, আমি কাজ করি একটা মেটালিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে। এখানে তৈরি হয় প্রধানত লিফট ক্রেন। এগুলো বানানো শেষ হলে অর্ডার মতো যে কোনো স্থানেই আমরা সেটিংয়ে যাই। তা সে ৫ কি. মি. দূরে হোক আর ৬০০ কি. মি. দূরে হোক। এই সেটিংয়ে গেলে তখন বলা হয় আউট স্টেশনে।

যাহোক লিটনকে বললাম, ভেতরেই আছি। ওপাশ থেকে লিটন আবার বললো, তাহলে ১২টার সময় আমার এখানে চলে আসেন। লাঞ্চ আমার এখানেই করবেন। আমি শুধু বললাম, ঠিক আছে। আমার বাসা এবং কর্মক্ষেত্র থেকে লিটনের বাসার দূরত্ব প্রায় ১৪ কি. মি. হবে। মোটরসাইকেল থাকার কারণে আর উন্নত রাস্তাঘাটের কারণে ১ ঘন্টার লাঞ্চ আওয়ারে এতোটুকু দূরে লাঞ্চ করা কোনো ব্যাপারই না।

যা হোক, লাঞ্চ আওয়ার শুরু হতেই ১৩৩ সিসি'র জাপানি-ইঞ্জিন yamaha Rxz বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ৫ থেকে সাত মিনিট লাগে লিটনের বাসায় যেতে। বাসায় হাজির হতেই দেখি লাঞ্চের জন্য খাবার রেডি। কাকতালীয়ভাবে হলেও কারি হিসেবে রয়েছে সেই লিটনের অতিপ্রিয় গরুর মাংস। ৩/৪ জন মিলে পরিবেশন করলাম। ড্রিংকস পান করে কেবল বসেছি, অমনিই লিটন তার রুমমেট সজিবকে বলছে, সজিব, যাও...ঐ আচার নিয়ে এসো।

আমি একটু লিটনের দিকে তাকাতেই লিটন বলল, ভাই, আমের আচার বানিয়েছি। ইতিমধ্যেই আচারের বৈয়াম সামনে এনে রাখলো সজিব। প্লেটে তোলা হলো।

লিটনের আচার রেসিপিতে যে উপকরণগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো:

১. কাঁচা আম ২. কাঁচা মরিচ ৩. লবণ ৪. তেঁতুলের আচার (টক) ইত্যাদি

আচার রেসিপি প্রক্রিয়াকরণ :

কাঁচা আম সরুভাবে পাতলা করে কাটা শেষ হলে একটা বড় সড় ডিশের মধ্যে রাখতে হবে। এবার কাঁচা মরিচ গোল গোল ভাবে একটু বড় মতো করে কেটে আম রক্ষিত ডিশের মধ্যে রাখতে হবে। এরপর তেঁতুলের টক এবং লবণ পরিমাণ মত দিয়ে সবগুলো উপকরণ এক সঙ্গে হাত দিয়ে মাখাতে হবে। মাখানো শেষ হলে হালকা ভেজা ভেজা পানিতে ওগুলো বৈয়ামজাত করে ফ্রিজের নরমাল সেকশনে রেখে দিতে হবে টানা ৩/৪ দিন। সহ্য ও ধৈর্যহীন হয়ে পড়লে অন্তত ঘন্টা চারেক পরে পরিবেশন করা যায়। এগুলো পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত সময় হচ্ছে দুপুরের কড়া রোদে শরীরে হালকা হালকা ঘাম থাকা মুহূর্ত।

আমি ঐ দিন লিটনের বাসায় ঐ আম (লিটনের ভাষায় আমের আচার) খেয়ে পরম তৃপ্তি পেয়েছি। মালয়েশিয়াতে আমাদের দেশের চেয়ে একটু বেশি গরম পড়ে। গরম দুপুরে এই আচার যে কি জিনিস তা আপনারাও বাসায় বানিয়ে পরিবেশন করে দেখতে পারেন। তবে পরিবেশনের আগে এটা অবশ্যই ফ্রিজে সংরক্ষিত হতে হবে।

গরম দুপুরে লিটনের আমের আচার আমার কাছে অমৃত সমান। যদিও অমৃতের স্বাদ কেমন তা ঠিক জানি না। প্রবাসে এমন ছোট ছোট ঘটনাই আমাদের কাছে অনেক বড় হয়ে ধরা দেয়। এমনকি নিয়ে যায় অতীতে।

Monir, Port Klang, Malaysia
0122451608

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

ভে | নি | স

অন্য রকম অনুভূতি

হাঁটি হাঁটি পা পা করে বয়স ৪০-এর কাছাকাছি হলেও দেশে কখনও ঘটা করে জন্মদিন পালন করেছি মনে পড়ে না। পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে আমাদের এসব অনুষ্ঠান পালন করা হয় না। যদিও বর্তমান দেশে এবং আমরা যারা বিদেশে আছি তাদের ছেলেমেয়ের জন্মদিন, বিয়েবার্ষিকী পালন করে থাকে।

আমি ইটালির অন্যতম ট্যুরিস্ট সেন্টার ভেনিসের 'JESOLO' সমুদ্রসৈকতে একটা থ্রিস্টার হোটেলে চাকরি করি আজ প্রায় দু'বছর। মালিকেরও আমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের সবার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই মধুর। আমি ছাড়া বাকি সবাই বয়সে তরুণ। তাই আমাকে সবাই বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে মোটামুটি সম্মান করে। ৩০ আগস্ট সবাই একসঙ্গে দুপুরের খাওয়ার জন্য বসলে সবার বয়স ও জন্ম তারিখ নিয়ে কথা ওঠে। আমার জন্ম তারিখ নিয়ে কথা উঠতেই আমি বললাম ৩১ আগস্ট। অর্থাৎ আগামীকালের মধ্যে কারো সঙ্গে আর এ ব্যাপারে কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি। পরদিন সকাল ৯টায় কাজে এসে দেখি আমার সহকর্মী ও মালিকসহ সবাই হাতে ফুল নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই জানে, আমি ৯টায় কাজে আসি। ৯টা থেকে আমাদের ডিউটি শুরু হয়। আমাকে সবাই ইটালিয়ান ভাষায় (তান্‌তো আউগুরী আ মাহ্‌মুদ) অর্থাৎ একটু হোঁচট খেলেও পরে বুঝতে পারলাম ওরা আমার জন্মদিনে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে। সবাই একে একে এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে গালে চুমু দিয়ে আশীর্বাদ করছে। পরে কাজ শেষে রাত ১০টায় বিরাট এক কেক আনা হলো মালিকপক্ষে থেকে। কেকের ওপর আমার নাম ও কততম জন্মবার্ষিকী তা লেখা ছিল। কাজ শেষে সবাই আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রথম জন্মদিবস পালন হলো বিদেশের মাটিতে মানিক ও সহকর্মীদের সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে। সবাই আমাকে কলম, শার্ট, গেঞ্জি, জুতা আরো অনেক কিছু উপহার দিলো। মালিকপক্ষ একটি মোবাইল উপহার দিয়েছিল। মালিকের পক্ষের লোক ছাড়াও আমার সহকর্মীসহ প্রায় ২০ জন উপস্থিত ছিল। মালিক Enrica morasso, ইটালিয়ান। সহকর্মীরা বিভিন্ন দেশের। David, Carlo, Michele, Lalli, Andrea, Eva, Alessia, Denice, Sonia, Nadia, Maria, Daniela, Alesandra, Eleo-Nora, Albertoসহ আরো অনেকে।

সত্যিই প্রবাসে জীবনের প্রথম জন্মদিনের কেক কাটার আনন্দটা বাকি জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাহ্‌মুদ, Jesolo, Venice, Italy.

হ | ল্যা | ন্ড

বাংলাদেশ দিবস উদযাপিত

দি হেগ হল্যান্ড ভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা বাসুগ। (বাংলাদেশ সাপোর্ট গ্রুপ)-এর উদ্যোগে সম্প্রতি রটরডামে অনুষ্ঠিত হলো 'বাংলাদেশ দিবস'। গান্ধী হলে আয়োজিত দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে হল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী, ডাচ ও সুরিনামী নাগরিক ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশ বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানিতে বসবাসরত বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের অনেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ দিন ব্রাসেলসে 'গাড়িবিহীন দিবস' হওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে অনেকে আগ বাড়িয়ে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ থেকে গাড়ি চালানোর অনুমতি নিয়ে হল্যান্ড আসেন।

-ডাচ উন্নয়ন সংস্থা নভিব- অক্সফাম নেদারল্যান্ড, সেবা নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন এবং ত্রিবেণীর সহযোগিতায় আয়োজিত এই দিবসের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র ফটো-সাংবাদিক আজিজুর রহীম পিউর বাংলাদেশী দুস্থ মহিলা ও শিশু নির্ভর একক ফটো প্রদর্শনী, মুকাভিনয় সম্রাট পার্থ প্রতিম মজুমদারের একক মুকাভিনয়, ভরতনাট্যম, কথক ও নজরুল সংগীত-নির্ভর নৃত্যানুষ্ঠান, সংগীত, লটারি ও প্রীতিভোজ।

'সীমানা পেরিয়ে' ও 'সূর্যকন্যা' খ্যাত অভিনেত্রী জয়শ্রী কবীর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। বাসুগের বিশেষ দূত হিসেবে বাংলাদেশের দুস্থ মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবার অঙ্গীকারের জন্যে বাসুগের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বাসুগ প্রধান সাংবাদিক বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া জয়শ্রী কবীরকে ক্রেস্ট প্রদান করেন।

সেবা নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন পরিচালক ড. রাজ তাঁর বক্তব্যে বাসুগের সঙ্গে সহযোগিতার চিত্র তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, সুরিনামের মতো উন্নয়নশীল দেশে তার সংগঠন দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত রয়েছে। নভিব প্রতিনিধি পিট লুয়িক্স বাসুগের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং নভিবের সহযোগিতায় বাসুগ ইতিমধ্যে বাংলাদেশে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। আইসিসিও নামক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি নেলী ফান দেন পাস অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বাসুগ সভাপতির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আগামী বছর তার সংগঠন এই জাতীয় অনুষ্ঠানকে

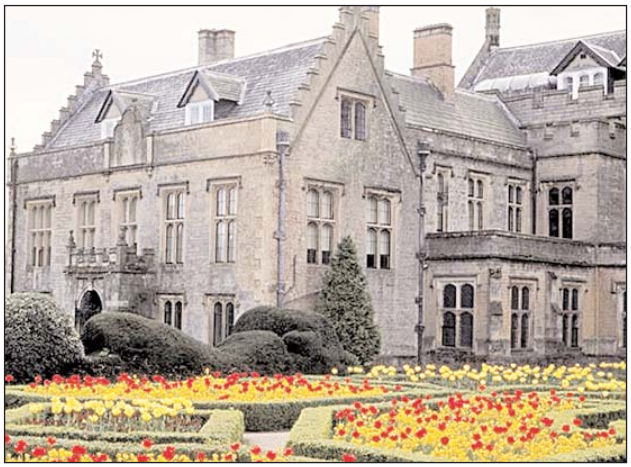

স্পনসর করবে বলে আশ্বাস দেন।

প্যারিস থেকে আগত পার্থ প্রতিম মজুমদার তাঁর অনন্য অভিব্যক্তির মাধ্যমে হল ভর্তি গোটা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখেন। উল্লেখ্য, হল্যান্ডে পার্থ প্রতিমের এই প্রথম কোনো মঞ্চানুষ্ঠান, যার কারণে দর্শকের কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল প্রচন্ড। নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেন বেলজিয়ামের নৃত্যগোষ্ঠী অস্পরার মিট বেলইয়েন, হল্যান্ডের নৃত্য সংগঠন কমলরোশনের উষা ও কমলা, সাক্ষী গোপাল, সতীশ মাখন ও জার্মানির সিলভিয়া। সংগীত পরিবেশন করেন রাহিদ খোন্দকার ও ইন্দ্রনীল রায়। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাসুগ সম্পাদক সুধীর নান্নান।

ই | টা | লি

রোমান সভ্যতা

স্কুল জীবনে ট্রান্সলেশন করার সময় একটি ট্রান্সলেশন ছিল এই রকম- 'রোম একদিনে তৈরি হয়নি'। উপকথা অনুযায়ী এত্রুরিয়ার (Etruria) রাজকুমারীর ২ ছেলে ছিল। একজন রোমুলাস অন্যজন রেমুস। ডাকাতরা রাজকুমারীকে অপহরণ করার সময় রাজকুমারী বাচ্চাদের প্রাণরক্ষার জন্যে ভেলায় চাপিয়ে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেন। ভাসতে ভাসতে ঐ ভেলা একটি বিজন এলাকায় পৌঁছে। একটি বাঘ তাদেরকে না মেরে ফেলে তার স্তন্যদান করে জীবন রক্ষা করে।

ঐ রোমুলাস বড় হয়ে ঐ বনে একটি নগরের পত্তন করেন। তাই বর্তমানে রোম। সেটা ছিল খ্রিস্টের জন্মের ৭৫৩ পূর্বে। এটা ছিল নিছক কল্পকাহিনী। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন খ্রিষ্ট জন্মের ১০০০ বছর পূর্বেও রোম একটি নগরী ছিল। সত্যি কথা রোম সৃষ্টি একটি রহস্য। তবে রোমের সাম্রাজ্য সংগঠনের প্রতিভা ছিল বেশি। রোমান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোমান সম্রাট বা রাষ্ট্র প্রধানরা তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন রোমকে। শুরু থেকেই রোম যে শুধু রাজপথ নির্মাণেই দক্ষতা দেখিয়েছে তাই নয়। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর আইন রচনাতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বর্তমানের ইউরোপের সবদেশের আইন রোমান আইনের মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

স্থাপত্য শিল্পে বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে এই প্রাচীন সভ্যতার নগরী রোমে। প্যালাটিন পাহাড় এবং তার পাশের এলাকা একসময় রোমান সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সিজার, অগস্টার্স, পম্পে, টাইরেবিয়াস, ব্রুটাস, সিসেরো, হোরাস, ভার্জিল ক্যালিগুলা, ক্লডিয়াস নীরো, সেভেরাস, লুকুলাস, মার্ক এন্টনিও, হেড্রিয়ানের মতো সম্রাট ও সিনেট সদস্য এবং ঐতিহাসিকভাবে খ্যাত মানুষের বিচরণ ভূমি ছিল আজ এইসব প্রাচীন কৃতির ধ্বংসাবশেষ কেবল অতীতের নীরব সাক্ষী।

Islam Shaheedul, C. Vittorio veneto-15
28100 Novara, Italy
Shahidul@yahoo.com